Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Special Issue, June 2023, Page No.141-145
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

রবীন্দ্রনাথের দর্শন - বর্তমানে আলোক বর্তিকার দিশারী

অসীম কর
রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, দর্শন বিভাগ পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, পাঁচমুড়া, বাকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
The impact of Rabindranath Tagore's darshan (philosophy or vision) at present is evident in various aspects of society. His emphasis on universal values, cultural harmony, and spiritual interconnectedness continues to influence literature, education, and social thought. Tagore's ideas promote a holistic approach to life, fostering a sense of unity in diversity. Additionally, his vision of education as a means for character development and global understanding remains relevant. Overall, Tagore's darshan continues to inspire individuals and contribute to discussions on cultural understanding, humanism, and a sustainable global future.

Keywords: Universal Values, Cultural Harmony, Spiritual Interconnectedness, Literature Influence, Holistic Approach, Unity in Diversity, Character Development, Global Understanding, Humanism, Sustainable Future, Educational Philosophy, Literary Legacy, Social Thought, Inspiration, Contemporary Relevance.

বাংলা সাহিত্যের মধ্য গগনে বিরাজিত উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাঙালীর শয়নে, স্বপনে, মননে, জাগরণে তিনি জাগরুক হয়ে আছেন। তাই বাঙালি মানেই রবীন্দ্রনাথ। বাংলা সাহিত্য, সংগীত, প্রেম, তারুণ্য, রূপময়তা, সৃজনশীলতা ও দর্শনের অপর নাম রবীন্দ্রনাথ। নাট্যকার, কবি, ঔপন্যাসিক, সংগীতকার, চিত্রকর, ছোটোগল্পকার। প্রাবন্ধিক, অভিনেতা, কণ্ঠশিল্পী ও দার্শনিক হিসাবে তিনি অগ্রগণ্য। এককথায় তিনি বাংলাভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। যদিও তিনি সাহিত্যপতে গুরুদেব, কবিগুরু, বিশ্বকবি হিসাবে সর্বজনবিদিত, কিন্তু তাঁর জীবনদর্শন তাঁর কাব্য প্রতিভাকেও ছড়িয়ে গেছে। তাই রবীন্দ্রনাথের জীবন দর্শন তাঁর সাহিত্যের প্রতি পরতে মেলে

বাস্তববোধ, প্রগতিবাদ, রোমান্টিক সৌন্দর্যবোধ, ভাবগভীরতা, অধ্যাত্মবোধ, গীতিধর্মিতা, মানবপ্রেম, প্রকৃতিপ্রম ঈশ্বরপ্রেম, স্বদেশপ্রেম তার ভাষা ছন্দ ও আঙ্গিকের বৈচিত্র আধুনিকতা রবীন্দ্রকাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথের গদ্যভাষাময় কাবাচেতনা ভারতের লোকসংস্কৃতি, ধ্রুপদী, সংস্কৃতি পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানচেতনা, শিল্পদর্শন তাঁর রচনার স্তরে স্তরে খুঁজে পাওয়া গেছে সমাজ রাষ্ট্রনীতি ও রাজনীতি সম্পর্কে তার মানসিকতা ফুটে উঠেছে। তাঁর কথাসাহিত্য ও প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। সমাজের উন্নয়নের জন্য তিনি দরিদ্র মানুষের শিক্ষা ও গ্রামোন্নয়নকে বিশেষভাবে জোর দিতে বলেন এর পাশাপাশি কুসংস্কার, ধর্মের গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান।

দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরচেতনার প্রধান হিসাবে মানবতাবাদকেই অধিক গুরত্ব দিয়েছেন। দেবতার মন্দিরে পুজো করার বদলে তিনি মানুষের সেবা করাকেই অধিক গুরত্ব দিয়েছেন সংগীত ও নৃত্যকে তিনি শিক্ষার অন্যতম প্রধান মাধ্যম বলে মনে করতেন। তার সৃষ্ট কাব্যমহাকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো আছে তার জীবনদর্শন। তার সৃষ্ট সাহিত্যে শিল্প নৈপুন্যের সর্বোচ্চ প্রতিভা বিকশিত হয়েছে গীতাঞ্জলী কাব্যে। তাঁর অমর সৃষ্টিতে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শন ও মানবতাবোধের পরিপূর্ণ বহিঃপ্রকাশ বলাকা কাব্যের যুগেই বিশিষ্টতার সাথে বিকশত হয়ে উঠে। রবীন্দ্রনাথের এই মানস প্রবণতা নতুন কোনো দার্শনিক উপলব্ধি নয়, প্রভাত সংগীতের সময় থেকেই তা মন্থর গতিতে সম্মুখ পানে অগ্রসর হচ্ছিল। কালব্যাপ্তি, পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতাকে কুলে জল বিচলিত করেছে।

রবীন্দ্রনাথ তার দার্শনিক উপলব্ধির দ্বারা এই তত্ত্ব প্রচার করেছেন যে আনন্দের এক পরম ও চরমতম উৎস আছে। সেই উৎসের মাঝে একাত্ম হবার জন্য নিজেকে উৎসর্গীকৃত করার মাঝেই মানবজীবনের প্রকৃত সার্থকতা। আত্ম অহংকারের থেকে মুক্তি পাওয়ার এই আকাঙ্খা রবীন্দ্র সাহিত্যে বিবৃত মানবতার মূল তত্ত্ব ও জীবন দর্শন।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মদর্শন ও কাব্য ভাবনা মানুষের জয়গানে মুখর। তার ধর্ম মানবতার ধর্ম। রবীন্দ্রদর্শন ও কাব্যচর্চা জীবনের জয়গানে ভরপুর। তাই যারা নাস্তিক, মানুষের দুঃখে যাদের হৃদয় কাঁদেনা, যাদের আত্মাভিমানের দ্বারা মানবহৃদয় পীড়িত হয়না তাদের কবি ধিক্কার দিয়েছেন।

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলা তলে,
এই চরনদুটি থেকেই পাওয়া যায় ঈশ্বরের ক্ষণদর্শনানুভূতি,
সর্বেশ্বরবাদী চেতনা, আত্মঅহংকার বিসর্জন।

‘এ চির জীবন তাই আর কোন কাজ নাই।
রচি শুধু অসীমের সীম
আশা নিয়ে, ভাষা দিয়ে, তাহে
ভালোবাসা দিয়ে
গড়ে তুলি মানস প্রতিমা’।[১]

অসীম ঈশ্বরকে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে বন্ধ করার শিল্পশৈলি কবি খুঁজে পেলেন। তাই মানসী কাব্যের মূল নিবন্ধ আছে এই অনুবিশ্বে ।

‘প্রভাতসঙ্গীত’ এর ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’ তে চিত্তদর্শনের মূল উচ্ছ্বাস ব্যক্ত হয়েছে। বদইয়ের দর্শনকে অন্তরে আনা এবং তার রসায়নই যে এই কবিতার মূল নির্যাস তা তাঁর হৃদয় উচ্ছ্বাস থেকেই ব্যক্ত হয়েছে। প্রকৃতির অকৃপণ দান তিনি আনন্দচিত্তে গ্রহণ করেছেন-

‘কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাতপাখির গান’[২]

বিশ্বদর্শনের চিন্তাধারা প্রকৃতিদর্শনের ভাবধারা একাত্ম হয়ে উঠেছে ‘সোনার তরী’ কাব্যগ্রন্থে।

‘গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।

কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।'[৩]

বাংলার পল্লী প্রকৃতি সমস্ত সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে তার অনুভবে, রঙে, রূপে, কল্পনায়, নিত্য নতুন রূপে প্রতিভাত হয়েছে। পল্লীর নর- নারীর সুখ দুঃখ, হাসি কান্নার সঙ্গে পরিচয় নিবিড় থেকে নিবিড়তর হয়েছে। এই পরিচয়ের সূত্রেই গড়ে উঠেছে নতুন আঙ্গিকের জীবনদর্শন 'সোনার তরী' এই কাব্যগ্রন্থের কবিতা 'সোনার তরী' ও এই অনুভবের দর্শনের ফলেই সৃষ্টি। জীবনের সাধনায় যে স্বর্ণসম্ভার, তাই তো ফসল, সেই ফসল বহন করে যে তরী, তাই সোনার- তরী। সংসার- তরুণীতে কবি তাঁর সৃষ্টির সমস্ত সম্পদ তুলে দিলেও, সংসার কবিকে গ্রহণ করেনি। মহাকালরূপী নামে ইতিহাস স্বরূপ সোনার তরী নিয়ে সোনার ধানরুপ জীবনের শ্রেষ্ট সৃষ্টিকে তুলে নিলেও স্রষ্টাকে গ্রহণ করেনা- এই দর্শনই কাব্যটিতে প্রতিভাত।

'শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি'
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী'[৪]

১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন সপরিবারে শিয়ালদহ ত্যাগ করে চলে আসেন বীরভূম জেলার বোলপুর শহরের উপকম্য শান্তিনিকেতনে। এখানে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের আম্রকুঞ্জ 'ব্রক্ষবিদ্যালয়' বলে একটি পরীক্ষামূলক স্কুল চালু করেন। এই শান্তিনিকেতন পরবর্তীতে রবীন্দ্রসাহিত্য ত দর্শনের পুণ্যভূমিতে পরিণত হয়। এখানে তাঁর শিক্ষাদর্শন নতুনরূপে প্রতিভাত হয়েছে।

উপন্যাসে রবীন্দ্রদর্শন গভীরতর পূর্ন 'গেয়া', 'দুইবোন', 'চোখের বালি' উপন্যাসে গভীর মনস্তাত্ত্বিক অন্থের প্রকাশ ঘটেছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবন ভবনা, শম্পা পাল চৌধুরী উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথ, অজিত চক্রবর্ত্তী আমাদের দেশের দার্শনিকদের ধারণা ছিল যে সত্য স্থির। শংকরচার্য সত্যের লজ্ঘন নির্দেশ করে গেছেন কালে এয়াবাধিতম্ সত্যম্ - যা ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই ত্রিকালে সমভাবে অবাধেঅবস্থিতি করে, যার কস্মিনকালেও কোন পরিবর্তন হয়না। তাই সত্য। কিন্তু বর্তমান যুগের ইউরোপীয় দর্শনের বাণী হচ্ছে যে সত্য গতিতে, সত্য স্থিতিতে নয়, যার গতি নেই, কৃর্তি নেই, তা জড় তা কখনো সত্য হতে পারেনা। যার জীবনী শক্তি আছে যে আর সফল জিনিসকে নিজের করে নিয়ে তবে নিজেকে প্রকাশ করে তার অস্তিত্ব সমগ্রের মধ্যে খণ্ডভাবে দেখলে তার পরিচয় পাওয়া যায়না। কাল অবিভাজ্য কাল অনন্ত প্রবাহ মহাকালের মধ্যে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান, কিন্তু তা- 'আজি হতে শতবর্ষ পরে দুর' ভারী শতাব্দীর লোকদের কাছে ভূত হয়ে যাবে। এই অনন্তকাল দেশ ব্যাপিয়া নিজেকে প্রসারিত করে নেওয়া ইচ্ছাই রবীন্দ্রকাব্যের প্রধান সুর।

রবীন্দ্রনাথ তার সুদীর্ঘ জীবনে পৃথিবীর নানান জায়গায় থেকেছেন এবং দেশ বিদেশের বিচিত্র জীবনকে দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির যে মৌল তিনটি উপদেশ মানুষ প্রকৃতি ও অরুপ এগুলি সংগৃহীত হয়েছে ঐ তিনটি পরিবেশ থেকে- রবীন্দ্রনাথের দার্শনিকতা তথা কাব্যের প্রেরণা বিশ্লেষণে অধ্যাপক বিশীর ব্যাখ্যা অনেকাংশে গ্রহণযোগ্য মনে হলেও এই অনুভূতি কবি খন্ডিতভাবে লাভ নাও করে থাকতে পারেন। কিন্তু একথা অবশ্যই সত্য যে কবি বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরেছেন। শিয়ালদহ পর্বে যে তিনি শুধুই মানবতার দর্শনকে প্রতিফলিত করেছেন বা জোড়াসাঁকো পর্বে যে বাধ্য বিপত্তির জন্য শুধুমাত্র প্রকৃতিকে দেখেছেন, তা সত্য নয়। তবে কবি বিভিন্ন স্থানে ঘুরে যে বিচিত্র জীবনের স্বাদ পেয়েছেন, তা অধ্যাপক কথিত তিনটি খারার প্রভাব দার্শনিকতার স্বরূপকে বেশি ফুটিয়ে তুলেছে।

একজন দার্শনিকের কাছে যে প্রত্যশা আমাদের থাকে তা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। দর্শনের যদি মূল কথা হয় সত্যানুসন্ধান তাহলে সে কাজ তো রবীন্দ্রনাথও করেছেন। তবু এত সত্ত্বেও তার কাব্যপ্রতিভা দার্শনিকতাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তা স্বীকার করেছেন- 'আমি তত্ত্বজ্ঞানী, শাস্ত্রজ্ঞানী গুরু বা নেতা নই- একদিন আমি বলেছিলাম, 'আমি চাইলে হতে নবরঙ্গে নবযুগের চালক'- সে কথা সত্য বলেছিলাম।

"কিন্তু যেহেতু রবীন্দ্রনাথ পেশাদার দার্শনিক নন। যেহেতু প্রধানতঃ তিনি কবি যেহেতু তার তত্তমূলক রচনাও রূপময় বিগ্রহ, সেই হৈতু অনেকেই তাকে দার্শনিক বলে স্বীকার করেন না।" কিন্তু জীবনভাবনা ও একপ্রকার দার্শনিক অনুভূতিই। আমাদের জীবনের যে প্রতিটি ভাবনা, তার প্রতিটিরও একটি বাস্তবভিত্তি থাকে। তাই এই বাস্তবতাবনাই এক প্রকার সত্যানুভূতি ও তা অবশ্যই দার্শনিকতার নামন্তির মাত্র। তাই রবীন্দ্রনাথের জীবনভাবনাকে আমরা এক অর্থে দার্শনিক উপলব্ধিও বলতে পারি। একজন দার্শনিক মানবজীবনের দায়দায়িত্ব পালন না করে বাণপ্রস্থে গিয়েও সত্যোপলব্ধি করতে পারেন। সে সত্যোপলব্ধি তাঁর জীবনের দায়দায়িত্বের কথা পড়লনা যেটা সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে হয়েছিল। কিন্তু এই সত্যোপলব্ধির জন্য জীবন নিরপেক্ষতা ঘটল, কিন্তু তা অতি উচ্চস্তরের দার্শনিকতা বলে গন্য হবার যোগ্য।

বস্তুত ভারতীয় দর্শনের অনেকগুলি তত্তই তো জীবনকে পরিহার করার আহ্বান জানিয়েছে এই বলে, জীবন হচ্ছে অনিত্য, তাই অসত্য। সত্য তো সেই ঈশ্বর। তাই অতি উচ্চস্তরের দার্শনিকতা ক্ষেত্রেও মানবজীবনের বাস্তবতার ভূমিকা তুচ্ছ হতেও পারে। যদিও জীবনের গভীর থেকেই উঠে আসে এই উপলব্ধি।

জীবনভাবনা যদি দার্শনিকতা হয়, তবে তার জন্ম কীভাবে? মানুষের জীবনে যা কিছু ঘটে যা কিছুর অস্তিত্ব আছে। তাই প্রসূত হলো জীবনভাবনা। দার্শনিক শংকরাচার্যের মতে এ মানুষের নয় পশুর প্রবৃত্তি। তা ত্যাগ করতে পারলে ব্রক্ষের উপলব্ধি হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দার্শনিকতা জীবনকে অস্বীকার করে নয়। প্রবৃত্তি পশুদের ও মানবসমাজে উভয়েই প্রযোজ্য। কিন্তু মানুষ প্রেমে, ত্যাগে মহৎ হয়ে উঠতে পারে। রবীন্দ্রনাথের এই জীবনভাবনাই দার্শনিকতাকে নবরূপ দান করেছে।

তাই দার্শনিক "রবীন্দ্রনাথ কিন্তু জীবন থেকে সরে দিয়ে কোনো মহৎ দার্শনিক তত্ত্বের সৃষ্টি করেননি। জীবনের মাঝে দাঁড়িয়ে সবকিছুকে স্বীকার করে জীবনকে কেন্দ্র করে যে জীবনভাবনা গড়ে তুলেছেন, তাকে দার্শনিকতাকে বলা গেলেও যেতে পারে এবং তা হয়তো একধরনের দর্শন- এই হলো ড. রাধাকৃষ্ণনের মতামত। প্রথাগত দার্শনিকতার উর্দ্ধে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ এক নবদার্শনিকতার সৃষ্টি করেছেন তাই বলাই বাহুল্য।

বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের জীবনভাবনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হল বিশ্ববিধানের বা জীবনের সত্যানুসন্ধান যা দার্শনিকদেরও অনিষ্ট। রবীন্দ্রনাথের এই সত্যানুসন্ধান প্রাচীন ঋষিদের ন্যায় যারা শেষপর্যন্ত অন্তর বা বনকেই উপলব্ধি জগৎ বলে স্বীকার করেছেন।

জীবনদর্শন বা জীবনভাবনা হচ্ছে জীবন সম্পর্কে একটি স্থির প্রজ্ঞা। কোনো মহৎ শিল্পী বা কবির থেকে আমরা একটি জীবনদর্শনের পরিচয় পেয়ে থাকি। কোনো মহৎ কবি বা শিল্পী একটি বিশিষ্ট জীবনদর্শনের

অধিকারী হয়ে থাকেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের অধিকারী হয়ে থাকেন। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তার ব্যাতিক্রম ঘটেনি।

পাদটীকা:

(১) উপহার কবিতা।
(২) নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ।
(৪) সোনার তরী কবিতা।

গ্রন্থঋণ:

১। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ- আত্মপরিচয়, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ১৯০৫।
২। রায়, সত্যেন্দ্রনাথ- রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগৎ, কোলকাতা, ৭০০০৭৩ (দেজ পাবলিশিং)
৩। S. Radhakrishnan- Philosophy of Rabindranath Tagore, London 1919
৪। পাল চৌধুরি, শম্পা- রবীন্দ্রনাথের জীবনভাবনা, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।